গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১৪

বিষয়ঃ মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকের তুলনামূলক পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

তারিখ ঃ ১৮/০১/২০১২ **সময় ঃ** সকাল ১০.০০টা **স্থান ঃ** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মলন কক্ষ ।

উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট 'ক'

আলচ্যসূচি ঃ- মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকের তুলনামূলক পর্যালোচনা ।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। অত:পর পরিচিতি পর্ব শেষে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি ও শিক্ষা সচিব ড.কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ এর আলোকে মাদরাসা শিক্ষা যুগোপযোগী করার জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সময়ের চাহিদার নিরিখে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কোর্স ও কারিকুলাম পুনবিন্যস, শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন সহ নানামূখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার প্রথম শ্রেণি থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির বিষয় কাঠামো ও নম্বর পূর্ণবিন্যাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহী উল্লেখ করে তিনি উপস্থিত সদস্যদের এ বিষয়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান ।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি বলেন ইতিপূর্বে মাদরাসা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এ মাদরাসা শিক্ষা অধ্যায় প্রণয়ণ করা হয়েছে । এখন তা বাস্তবায়ন পর্যায়ের কার্যক্রম চলছে । তিনি বলেন মাদরাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট অক্ষুন্ন রেখে কুরআন, হাদীস ফিকহ, আরবি ইত্যাদি বিষয়ের সাথে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের গুনগতমান উন্নয়ন ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা উত্তরণের উপায় নিয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানান ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুন নূর বলেন মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে ইতোমধ্যে দাখিল ও আলিম স্তরের আরবী ও ইসলামী বিষয়ের কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বাংলা, ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়গুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের জাতীয় শিক্ষানীতি -২০১০ এর আলোকে সমন্বিতভাবে প্রণয়ন করা হবে। মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকের তুলানামূলক বিবরণী সম্বলিত একটি কর্মপত্র সকলকে দেয়া হয়েছে। কর্মপত্রের আলোকে মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়নের বিষয়ে তিনি সকলের সুচিন্তিত মতামত পেশ করার অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে মত প্রকাশ করেন এবং এজন্য সরকার তথা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন মাদরাসায় দাখিল ও আলিম স্তরে বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এজন্য মাদরাসা শিক্ষার্থীগণ উচ্চ শিক্ষা স্তরে বিভিন্ন বিশ্ববিদলয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি বলেন একদিকে মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষা স্তরে ভর্তির প্রতিবন্ধকতা দূর করা প্রয়োজন। এজন্য মাদরাসার দাখিল ও আলিম স্তরের শিক্ষার্থীগণ বেশী নম্বরের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। দাখিল স্তরের জন্য এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি আবশ্যিক বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও এনসিটিবির তত্ত্বাবধানে বিষয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিমার্জন করে মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট উপযোগী করে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কারিকুলাম এন্ড টেক্সস্টবুক উইং নামে সীমিত জনবল নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম এন্ড টেকস্টবুক উইংকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাছাড়া এনসিটিবিতে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে যে কর্মকর্তার পদ আছে সেখানে পদসংখ্যানুযায়ী জনবল নিয়োগের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব প্রফেসর মাওলানা মোঃ সালাহ উদ্দিন যুগ যুগ ধরে চলে আসা মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট যেন কোন অবস্থাতেই ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার অনুরোধ জানান। আলোচনায় আরও অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর মোঃ আকতারুজ্জামান, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা এর অধ্যক্ষ প্রফেসর. ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচচ শিক্ষা অধিদপ্তর এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. সিরাজুল হক, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ড. মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান।

মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন- দাখিল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আগে বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে ১০০ নম্বর করে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হত। অথচ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা এ দুটি বিষয়ে ২০০ নম্বর করে ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা দেয়। মাদরাসার দাখিল পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে ২০০ করে ৪০০ নম্বর নির্ধারণ করার প্রস্তাবটি মাদরাসা শিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীগণের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির বিষয়ে জটিলতা নিরসন হবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সময় উপযোগী ও যুগান্তকারী বলে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন। উপস্থাপিত কর্মপত্র পর্যালোচনা, উপস্থিত সকলের মতামত বিশেষ করে মাদরাসা প্রধানগণের প্রস্তাবের আলোকে মাদরাসা শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন ও উচ্চ শিক্ষার স্তরে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

সিদ্ধান্তঃ

১) মাদরাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে দাখিল ৬ষ্ঠ -৮ম শ্রেণিতে বাংলা (১ম ও ২য় পত্র) ও ইংরেজী (১ম ও ২য় পত্র) বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ ১৫০ নম্বর নির্ধারণ করা হবে। আবশ্যিক নম্বর হবে ৬৫০। আরবী ও ইসলামী বিষয় গুলোর নম্বর অপরিবর্তিত থাকবে। সর্বমোট ১২০০ নম্বর হবে ।

২) দাখিল ৯ম-১০ম শ্রেণিতে সাধারণ শিক্ষার ৯ম-১০ শ্রেণির অনুরূপ বাংলা (১ম ও ২য় পত্র) ও ইংরেজী (১ম ও ২য় পত্র) বিষয়ে ২০০ নম্বর করে নির্ধারিত হবে । আবশ্যিক নম্বর হবে ৭০০ । আরবী ও ইসলামী বিষয়ের ৫০০ নম্বর অপরিবর্তিত থাকবে ও ঐচ্ছিক বিষয়ের ১০০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৩০০ নম্বর হবে ।

৩) জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বর্ণিত মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কল্পে আবশ্যিক বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সমুহ এন. সি. টি. বি ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিষয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট উপযোগী করে মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/০২/২০১২
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-২-৬/২০০৯/৭৭

তারিখঃ ০৪ ফাল্গুন ১৪১৮ / ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২

বিতরণ কার্যার্থেঃ

১। উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও অর্থ)/(উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। যুগ্ম-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/কারিগরি ও মাদ্রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ...../ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯। পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১০। উপ-সচিব (মাধ্যমিক/বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/কারিগরি ও মাদ্রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২। সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাঁকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)
১৩। সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন, ৫৪/এবি মহাখালী, গুলশান, ঢাকা।
১৪। অফিস নথি।

(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)
☎ ৭১৬৪৭৫০

leave Go

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৮

শিম/শা: ৮/৩পি-১০/২০১০/ ২০৬ তারিখঃ ১৫/২/২০১২

আদেশ

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের নামের পাশে উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থায় আবেদন করার অনুমতি বর্ণিত শর্তে প্রদান করা হলো :-

ক্র: নং	নাম,পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল	প্রার্থীত পদ ও স্থান
১.	জনাব সুব্রত কুমার দাস (০১৬৩৬০) প্রভাষক (উদ্ভিদবিজ্ঞান), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রেষনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা ।	প্রভাষক (উদ্ভিদবিজ্ঞান) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।
২	ড. মোহাম্মদ সিরাজুল হক (০১৭৭৮৭) প্রভাষক (পদার্থ বিজ্ঞান), সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ, জামালপুর ।	প্রভাষক (পদার্থ বিজ্ঞান) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।
৩	ড. অলক কুমার সাহা (৮৭৬৪) সহযোগী অধ্যাপক (হিসাব বিজ্ঞান) সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা ।	সহযোগীঅধ্যাপক(হিসাববিজ্ঞান) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।
৪	জনাব শেখ নাজমুলহাসান প্রভাষক (গণিত) নাগরপুর সরকারি কলেজ, টাংগাইল ।	প্রভাষক (গণিত) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।
৫	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান) টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ ।	উপ-পরিচালক(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়,ত্রিশাল,ময়মনসিংহ ।
৬	ড. পীযুষ দত্ত (৩৫৬২) সহযোগী অধ্যাপক (রসায়ন) প্রেষণে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম ।	সহযোগী অধ্যাপক (রসায়ন) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

শর্তসমূহ:

ঙ) প্রার্থীত পদে চাকুরী পেলে বর্তমান চাকুরী হতে ইস্তফা দিতে হবে ;
চ) সরকারের কোন দেন-পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে ;
ছ) কোন বিভাগীয় মামলা থাকলে তা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বিমুক্ত করা হবে না ;
জ) শর্তাধীনে কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকলে প্রশিক্ষণের শর্তসমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে;
ঝ) কোন লিয়েন বা ডেপুটেশন প্রদান করা হবে না ।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হল।

১৫/২/২০১২

(মালেকা খায়রুন্নেছা)
উপ-সচিব
ফোন-৯৫৭০৬৬৩

বিতরণ:

১। রেজিস্ট্রার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়,ত্রিশাল,ময়মনসিংহ।

অনুলিপি :

১। মহাপরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। অধ্যক্ষ, ...।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। জনাব .....